কলম পত্রিকা ০২/০২/২০১৫

প্রচারের আলো ছাড়াই কাজ করে চলেছে মানবাধিকার কমিশন

নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়

সেখ ইবাদুল ইসলাম

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন বর্তমানে যেভাবে কাজ করে চলেছে, তা উল্লেখ করার মতো। অথচ কিছু মহল কমিশনের এই কাজকে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কোনও বিতর্কে না গিয়ে কমিশনের চেয়ারম্যান নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় কমিশনের কাজকর্মের যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে এক ভিন্ন চিত্র উঠে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের সমালোচকরা বলে থাকেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন মহানির্দেশক নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় গত এক বছরে যোগ্যতার সঙ্গে কমিশন চালাচ্ছেন। মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানিয়ে ফল পাননি— এ ধরনের অভিযোগকারীর সংখ্যা হাতেগোনা। এমনকী কিছু সরকারি আধিকারিকও মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছেন। অনেক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি কর্মচারী পেনশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কমিশন যথাযথভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।

মানবাধিকার কমিশন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের কুড়িটি নার্সিংহোম এখন কমিশনের নজরে রয়েছে। কলকাতা শহরের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে কমিশন। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এইসব নার্সিংহোমগুলিতে বেআইনিভাবে লিঙ্গ-নির্ধারণ পরীক্ষা করা হয়। জানা গেছে, তদন্ত শেষ হওয়ার পরই রাজ্য সরকারের কাছে এইসব নার্সিংহোমগুলির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট তথ-প্রমাণ জমা দেওয়া হবে।

প্রতিদিনই নিয়মমাফিক রাজ্যের সাধারণ মানুষ মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। তাদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হচ্ছে। আসল বিষয়টি হল, বর্তমান মানবাধিকার কমিশন প্রচারে বিশ্বাস করে না। কমিশন বিশ্বাস করে কাজে। রাজ্যের প্রত্যন্ত কোনও অঞ্চলে অশান্তি সংঘটিত হলে, তা মানবাধিকার কমিশনের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করা হয়। তবুও বিভিন্ন মহল থেকে বলা হচ্ছে, মানবাধিকার কমিশন কোনও কাজ করছে না। এ বিষয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় যে তথ্য এই প্রতিবেদককে দিয়েছেন, তা প্রকাশ করলে কয়েকটি সংখ্যাতেও শেষ করা যাবে না। মানবাধিকার কমিশনের তথ্য থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করে এই প্রতিবেদন।

যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন ক্রমেই নিষ্ক্রিয় কমিশনে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের আমলে যেভাবে মানবাধিকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হত, একইভাবে তা দেখা হচ্ছে। তফাত হচ্ছে একটি— অশোকবাবুর আমলে তথাকথিত বহুল প্রচারিত সংবাদমাধ্যমগুলি কমিশনের নানা পদক্ষেপ ঢালাওভাবে প্রচার করত। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হত।

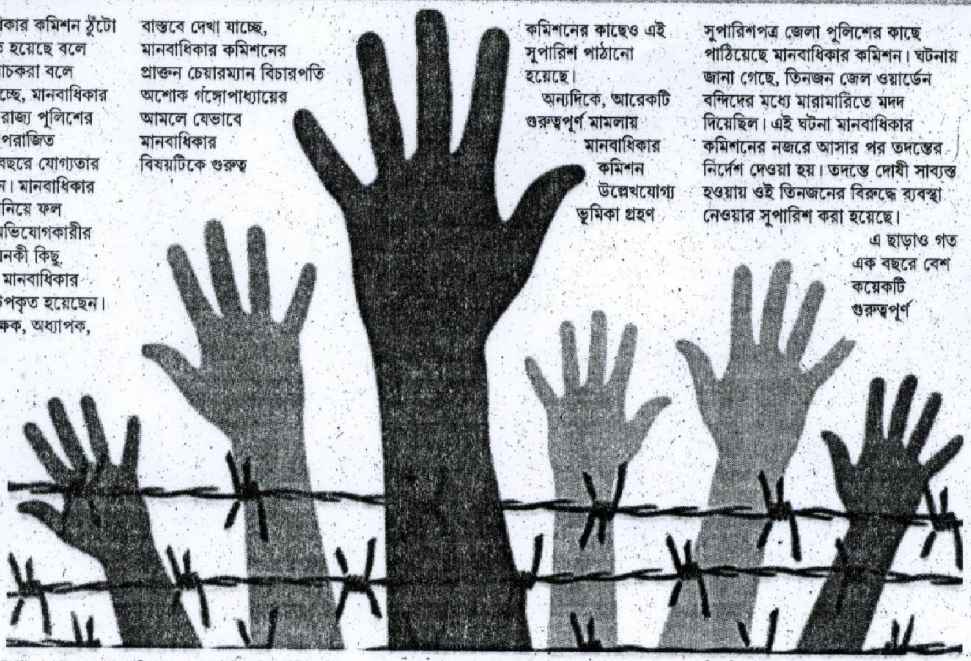

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যাচ্ছে, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ এই কমিশন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— বসিরহাটের সীমান্তবর্তী এলাকায় বিএসএফ-এর আক্রমণে এক স্মাগলারের মৃত্যু হয়। এই নিয়ে স্বরূপনগর থানায় বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে মামলা রুজু করা হয়। অন্যদিকে, মৃতব্যক্তির পুত্র মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ করেন, বিএসএফ জওয়ানরা তাঁর বাবাকে গুলি করে খুন করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে তদন্ত করে দেখা যায়, বিএসএফ-এর গুলিতেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। কোনও এনকাউন্টার হয়নি। কারণ মৃত ব্যক্তির পিঠে গুলি লেগেছিল। এরপরই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবের মাধ্যমে বিএসএফ-এর জওয়ানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। একইভাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছেও এই সুপারিশ পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় মানবাধিকার কমিশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেটি হল, রাজস্থানের আজমীর স্টেশনের জিআরপি একটি চুরির মামলায় কল্যাণী থেকে এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যায়। ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রেন থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয় বলে আজমীরের জিআরপি রাজ্য পুলিশকে জানায়। এরপরই রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে হাওড়ার জিআরপি-কে বিষয়টি তদন্ত করতে দেওয়া হয়। তদন্তে প্রমাণিত হয়, আজমীর পুলিশের ব্যর্থতার কারণেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এরপরই রাজ্য মানবাধিকার কমিশন রাজস্থানের মানবাধিকার কমিশনের কাছে সুপারিশ করে ওই পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য। একই সঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনেরও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে রাজ্য।

এ প্রসঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রাক্তন পুলিশকর্তা নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, উপরোক্ত বিষয় দু'টি যেহেতু রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া মানবাধিকার কমিশনের কোনও উপায় নেই।

অন্যদিকে, তিনি আরও জানান, হুগলি জেলার চুঁচুড়া জেলে তিনজন জেলকর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। গত ২২ জানুয়ারি এই মর্মে এক সুপারিশপত্র জেলা পুলিশের কাছে পাঠিয়েছে মানবাধিকার কমিশন। ঘটনায় জানা গেছে, তিনজন জেল ওয়ার্ডেন বন্দিদের মধ্যে মারামারিতে মদদ দিয়েছিল। এই ঘটনা মানবাধিকার কমিশনের নজরে আসার পর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ওই তিনজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ ছাড়াও গত এক বছরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে মানবাধিকার কমিশন। এর মধ্যে রয়েছে— সৌভিক মজুমদার যিনি হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটে কর্মরত সেই সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত, মহেশতলা থানার অফিসার তারকনাথ সামন্তকে সতর্ক করা ও মিথ্যা চার্জশিট দেওয়ার দায়ে সাব-ইন্সপেক্টর সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায়কে সম্প্রতি এএসআই পদে উন্নীত করা হয় তাঁর কোনওরকম অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই। মানবাধিকার কমিশন এই অফিসারকে দু'বছরের জন্য কোনও তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া যাবে না বলে সুপারিশ করেছে। এছাড়াও অভিযোগকারী মীনা দত্তকে মানসিক নির্যাতন করার দায়ে ওই অফিসারকে দশ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতেও কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। হুগলি জেলার শ্রীরামপুর থানার এই অফিসারের বেতন থেকে কেটে এই টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও শ্রীরামপুর থানার আইসি প্রিয়ব্রত বক্সী ও উত্তরপাড়া থানার এসআই নজরুল ইসলামকে সতর্ক করা হয়েছে এবং অফিসাররা যাতে সঠিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়, যথাযথ তদন্ত করে বিষয়টি যেন খতিয়ে দেখা হয় তারও নির্দেশ দিয়েছে।

একইভাবে শ্রীরামপুরের মহকুমা পুলিশ অফিসারের ভূমিকারও প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর তৎপরতায় নির্দোষ ব্যক্তি চার্জশিট থেকে মুক্তি পেয়েছেন, এ বিষয়ে মানবাধিকার কমিশন প্রশংসাও করেছে।

হাওড়ার জিআরপি মহিলা অফিসার রুকসানা পারভীন, রুমা মাইতি নামে এক মহিলা যাত্রীর ওপর শারীরিকভাবে আঘাত এবং হেনস্থা করেছেন বলে মানবাধিকার কমিশনে ১৪ মার্চ, ২০১৪ অভিযোগ জমা পড়ে। ঘটনাটি তদন্ত করার পর মানবাধিকার কমিশন ওই মহিলা অফিসারের বেতন থেকে দু'টি কিস্তিতে কুড়ি হাজার টাকা রুমা মাইতিকে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশও যথাযথভাবে কার্যকরী হয়েছে বলে জানা গেছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'অভিযোগ কতটা সত্য তা আমাদের কাজকর্ম থেকে প্রমাণিত। আমি পুলিশকর্তা বলে পুলিশদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি না বলে যা বলা হচ্ছে, আসলে তা সত্য নয়। বরং আগের তুলনায় অনেক বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের সুপারিশ যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে। মূল সমস্যাটা হচ্ছে, আগে প্রচার বেশি হত, এখন আর হয় না। কারণ আমরা নিঃশব্দে কাজ করতে বিশ্বাস করি।'

রাজ্যবাসীর উদ্দেশে বর্ষীয়ান এই পুলিশকর্তা বলেন, 'আপনারা যে-কোনও অভিযোগ নিয়ে আমাদের কাছে আসুন। প্রচার পাবেন না, কিন্তু নীরবে ইনসাফ পাবেন।'

বসিরহাটের স্বরূপনগরের যে ব্যক্তি বিএসএফ-এর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁর স্বজনেরা কি সুবিচার পেতেন, যদি না পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন উদ্যোগী হয়ে বিষয়টির গভীরে গিয়ে তদন্ত না করত? কিংবা নদিয়া জেলার কল্যাণীর ওই ব্যক্তি, যিনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন আজমীর জিআরপি-র হাতে। কিন্তু তদন্তের নামে তাঁকে যখন আজমীর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ট্রেন থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে নিছক 'দুর্ঘটনা' না বলে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন বিষয়টির গভীরে গিয়ে তদন্ত করে। তদন্তে উঠে আসে আজমীর পুলিশের গাফিলতির কথা।

সুতরাং যাঁরা দাবি করছেন পুলিশ অফিসারকে দিয়ে মানবাধিকার কমিশন চালালে, আসলে পুলিশকেই রক্ষা করা হয়, সে ক্ষেত্রেও বর্তমান কমিশন এই দাবির অসারতা প্রমাণ করেছে। মানবাধিকার কমিশন এখন পর্যন্ত পুলিশের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ পেয়েছে, তা যথাযথভাবে তদন্ত করে অনেক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। আর মজার ব্যাপার হল, এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারও মানবাধিকার কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ কার্যকরী করেছে, যা আগে কমিশন সুপারিশ করলেও পূর্ববর্তী রাজ্য সরকার তা অনেক সময় কার্যকর করত না।

তাই ন্যায় ও ইনসাফ পাওয়ার গন্তব্যস্থল হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন। সব সময় সুবিচার পাওয়া যাবে এটা যেমন কামনা করা ঠিক নয়, আর কল্পনা-জল্পনার ভিত্তিতে মানবাধিকার কমিশনকে এড়িয়ে যাওয়া আসলে ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হওয়ারই নামান্তর।